মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য নোটিশ

১. বৈধ ও অবৈধ পন্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত সম্পদের অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর রুপান্তর অবস্থানের উক্ত কাজে সহায়তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২. হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ, এবং হুন্ডির কাজে সহায়তাকরণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩. উপরে বর্ণিত অবৈধ কার্যাবলী সম্পাদনে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ অসৎ লোকবল কর্তৃক অপব্যবহৃত হয়। সুতরাং হিসাব খোলা, টাকা পাঠানো, ও গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণে অধিকতর তৎপর হয়ে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করুন।

৪. আদালত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধণী-২০১৫) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধণী ২০১২, ২০১৩) এর অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডারোপ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তদন্তাদেশ, অবরুদ্ধকরণাদেশ, ক্রোকাদেশ, অর্থ দন্ড, এবং ক্ষতিপূরণ আদেশসহ অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারে।

৫. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা হিসাব ধারকের পরিচিত বা নমিণী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

৬. কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করলে বা সংগঠনে ষড়যন্ত্র, প্রচেষ্টা বা সহায়তা করলে, প্ররোচনা বা পরামর্শ প্রদান করলে তিনি অনূর্ধ্ব ০৪ (চার) বছর বা অনধিক ১২ (বারো) বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

৭. সন্ত্রাসী কাজ এবং সন্ত্রাসী কাজে অর্থ যোগান প্রতিরোধের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০১৩ জারী করা হয়েছে। এই আইন অনূসারে সন্ত্রাসীকাজে অর্থ যোগান একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি ২০ (বিশ) বছর কারাদন্ড।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধণী-২০১৫) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধণী ২০১২, ২০১৩) বাস্তবায়নে সহযোগিতা করুন।

এবি এণ্ড কোং লিঃ
ডিএসই ট্রেক-০৪৩